মধ্যপাড়া কঠিন শিলা বিপণন নিয়মাবলী-২০০৬ (সংশোধিত)

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

নভেম্বর ২০০৭

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	১ - ২
২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর কঠিন শিলা দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠুভাবে বিপণনের জন্য অনুসরণীয় নিয়মাবলী	৩ - ৫
৩।	পরিশিষ্ট-ক পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের শর্তাবলী সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি	৬ - ৭
	পরিশিষ্ট-খ পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের শর্তাবলী	৮ - ১১
	পরিশিষ্ট-গ পরিবেশক নিয়োগপত্র	১২ - ১৫
	পরিশিষ্ট-ঘ কঠিন শিলা বিক্রয়ের পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের চুক্তিনামা	১৬ - ২১
	পরিশিষ্ট-ঙ সাধারণ ক্রেতাদের নিকট কঠিন শিলা বিক্রয়াদেশের শর্তাবলী	২২ - ২৩

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-র একটি কোম্পানী
মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানকালে ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানাধীন মধ্যপাড়া এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের ১২৮ হইতে ১৫২ মিটার গভীরতায় উন্নতমানের কঠিন শিলার বিশাল মজুদ আবিস্কার করে। উন্নতমানের ভারী নির্মাণ কাজে উপযুক্ত মানসম্পন্ন পাথর বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠে না থাকায় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মধ্যপাড়া এলাকায় একটি ভূ-গর্ভস্থ কঠিন শিলা খনি বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করে। ফলে ১৯৭৬-৭৭ সালে কানাডার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস,এন,সি কর্তৃক এই শিলা মজুদের উপর কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় জরিপ এলাকায় মোট ১৭৪ মিলিয়ন মেঃ টন কঠিন শিলা মজুদ আছে বলিয়া অভিমত দেওয়া হয়। সমীক্ষা সম্পাদনের পর মধ্যপাড়ায় একটি কঠিন শিলা খনি বাস্তবায়ন কারিগরী দিক দিয়া সম্ভব বলিয়া তাহারা সুপারিশ রাখে। সুপারিশের আলোকে পাথর ব্যবহারকারী সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের পাথর চাহিদা মিটানোর জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৭৮ সালে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প প্রণয়ন করে। তবে অর্থের সংস্থান না হওয়াতে সেই সময় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ হাতে লওয়া সম্ভব হয় নাই।

খনি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালের ডিসম্বর মাসে বাংলাদেশ ও উত্তর কোরীয় সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইহারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উত্তর কোরীয় সংস্থা কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন করপোরেশন (নামনাম) ও বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-র মধ্যে সরবরাহ ঋণের অধীনে একটি টার্ন-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূল চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকিলেও নানাবিধ কারণে ঠিকাদার খনির বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে পারে নাই। এরপর দফায় দফায় খনির বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঠিকাদার শেষ পর্যন্ত খনিটি কারিগরীভাবে সম্পন্ন করিয়া ২৫/৫/২০০৭ তারিখে খনিটি মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিঃ কর্তৃপক্ষের নিকট শর্ত সাপেক্ষে হস্তান্তর করে। ঐ দিন হইতে খনিতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ১ (এক) শিফটে প্রতিমাসে খনি হইতে গড়ে ২১০০০-২২০০০ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলন করা হইতেছে। টেস্টিং/বাণিজ্যিক উৎপাদনের আওতায় অক্টোবর, ২০০৭ পর্যন্ত মোট ১.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হইয়াছে যাহার মধ্যে উক্ত সময় পর্যন্ত প্রায় ৯০০০ মেট্রিক টন পাথর বিক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে। খনি উন্নয়নকালীন সময়ে উন্নয়ন সহজাত হিসাবে নভেম্বর/০৫ পর্যন্ত ৩.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হইয়াছে ইহার মধ্যে অক্টোবর, ২০০৭ পর্যন্ত সময়ে ৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ মার্কিন ডলার হিসাবে বিক্রয় করা হইয়াছে।

বর্তমানে দেশে পাথরের চাহিদা প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন হইতে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। উক্ত চাহিদার আংশিক (প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন) পাথর বৃহত্তর সিলেট ও বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা হইতে পাওয়া যায়। চাহিদার বাকি পাথর পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ (ভারত ও ভুটান) হইতে আমদানী করা হয়। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হইতে বাণিজ্যিকভাবে পাথর উত্তোলন শুরু হইলে বৎসরে প্রায় ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হইবে। ফলে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা অনেক হ্রাস পাইবে। তবে খনি হইতে উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ পাথর দেশের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিপণন করিতে হইলে সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

মধ্যপাড়া পাথর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড, গনপূর্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি। মূলতঃ এইসব সরকারী ও আধাসরকারী পাথর ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা পুরণের উদ্দেশ্যেই মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির বাস্তবায়ন কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে। পূর্বে এই সকল প্রতিষ্ঠান নিজেরা সরাসরি পাথর সংগ্রহ/ক্রয় করিত। কিন্তু বর্তমানে তাহারা ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর মাধ্যমে তাহাদের নির্মাণ কাজে পাথর সংগ্রহ করে। এমতাবস্থায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেডের খনির পাথর সুষ্ঠুভাবে ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিপণনের জন্য পরিবেশক নিয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে পরিবেশকগণ পাথর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে খনির পাথর সরবরাহ করিতে পারে। খনি হইতে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলিত কঠিন শিলা দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু বিপণনের লক্ষ্যে একটি বিপণন নীতিমালা আবশ্যক। বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক গত ০৪-১০-২০০৪ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে খনি হস্তান্তরের পর খনির উৎপাদন ও পরিচালনার বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভায় বিপণন নীতিমালা প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খসড়া নীতিমালা প্রস্তুতের পর একটিমাত্র কোম্পানীর পাথর বিপণনের জন্য প্রস্তুত পদ্ধতিটিকে নীতিমালা নামে অভিহিত করা সঙ্গত হবে না বিধায় এটিকে 'নিয়মাবলী' নামকরণের সিদ্ধান্ত হয়। খনির পাথর বিক্রয়ের জন্য প্রনীত বিপণন নিয়মাবলীতে সাধারণ ক্রেতা এবং পরিবেশক নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হইয়াছে। তাহাদের জন্য অনুসরনীয় শর্তাবলী নিয়মাবলীতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেডের উৎপাদিত কঠিন শিলা দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠুভাবে বিপণনের জন্য নিম্নরুপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ এই নিয়মাবলী মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কঠিন শিলা বিপণন নিয়মাবলী-২০০৬ (সংশোধিত) নামে অভিহিত হইবে এবং অতঃপর ইহাকে সংক্ষেপে "নিয়মাবলী" নামে উল্লেখ করা হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

(ক) এমজিএমসিএল ঃ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

(খ) কর্তৃপক্ষ ঃ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(গ) কঠিন শিলা/পাথর ঃ বোল্ডার ও ক্রাশ্‌ড উভয় আকারের পাথর।

(ঘ) ক্রেতা ঃ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যাহারা পাথর ব্যবহার করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রত্যয়নকৃত ঠিকাদার/সরবরাহকারী, পাথর ব্যবসায়ী, পাথর ব্যবহারকারী বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যবসায়ী/ব্যক্তি।

(ঙ) কোম্পানী ঃ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

(চ) পরিবেশক (ডিলার) ঃ কঠিন শিলা/পাথর বিপণনের জন্য এমজিএমসিএল কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/পাথর ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী ব্যক্তি।

(ছ) পরিবেশকের স্ট্যাক ইয়ার্ড/ডাম্পিং এলাকা ঃ সেরুপ নির্ধারিত স্থান, যেখানে পরিবেশক (ডিলার) তাহার পাথর মজুদ (স্টক) করিবে এবং উক্ত স্থান হইতে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পাথর সরবরাহ/বিক্রয় করিবে এবং যেখানে লোডিং এবং আন-লোডিং এর সুবিধাদি থাকিবে।

(জ) প্রথম পক্ষ ঃ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল)।

(ঝ) পাথর ব্যবহারকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান ঃ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা এবং সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী সমূহ, যাহারা বিভিন্ন কাজে পাথর ব্যবহার করে।

(ঞ) পেট্রোবাংলা ঃ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন।

(ট) মন্ত্রণালয় ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

(ঠ) দ্বিতীয় পক্ষ ঃ কোম্পানীর সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী পরিবেশক (ডিলার)।

(ড) টন ঃ পরিমানের একক হিসাবে মেট্রিক টন।

(ঢ) সরকার ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। পাথরের আকার হইবে নিম্নরুপ ঃ

(ক) ক্রাশ্‌ড পাথর ঃ ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত (স্টোন ডাস্ট)
৫ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ১২ মিলিমিটার
১২ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ১৬ মিলিমিটার
১৬ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ২০ মিলিমিটার
২০ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ৩৮ মিলিমিটার
৩৮ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ৫০ মিলিমিটার

(খ) বোল্ডার পাথর ঃ ৮০ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ৩০০ মিলিমিটার
৩০০ মিলিমিটার এর উর্দ্ধ আকারের

বিঃ দ্রঃ ক্রেতাদের চাহিদা আকারের পাথরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। এমজিএমসিএল এর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যে খনির পাথর বিক্রয় করা হইবে। চাহিদা ও দেশের অভ্যন্তরে পাথরের বাজার মূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পাথরের বিক্রয়মূল্য এমজিএমসিএল এর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে পুনঃ নির্ধারণ করা হইবে। কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

৫। খনি এলাকা হইতে পাথর বিক্রয় করা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খনি এলাকা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোম্পানীর কোন বিক্রয় কেন্দ্র বা স্ট্যাক-ইয়ার্ড থাকিবে না। তবে প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানী বিক্রয় কেন্দ্র বা স্ট্যাক-ইয়ার্ড স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। যে কোন ক্রেতা ও যে কোন পরিবেশক এককালীন যে কোন পরিমাণ পাথর ক্রয় করিতে পারিবেন। পাথর সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশক অগ্রাধিকার পাইবে। কর্তৃপক্ষ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে অথবা তাহাদের প্রত্যয়ণকৃত ঠিকাদার/সরবরাহকারীদেরকে চাহিদা অনুযায়ী পাথর বিক্রয়ের অধিকারও সংরক্ষণ করিবে।

৭। পাথর পরিমাপ ও বিক্রয়ের একক হইবে মেট্রিক টন। কোম্পানী কর্তৃক স্থাপিত ইলেকট্রনিক ট্রাক-ওয়্যার ও ওয়াগন ওয়্যার-এর মাধ্যমে পাথরের পরিমাণ পরিমাপ করা হইবে। বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক গোলযোগের ক্ষেত্রে ট্রাক ও ওয়াগনের আয়তনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া মেট্রিক টনে পাথরের পরিমাপ করা হইবে।

৮। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনির পাথর সুষ্ঠুভাবে ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিপণনের জন্য কোম্পানী পরিশিষ্ট 'ক-ঘ'-তে সংযুক্ত পরিবেশকতা নিয়মাবলীর শর্ত অনুযায়ী পরিমিত সংখ্যক পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগ করিবে।

৯। পরিবেশকের নিজস্ব বৈধ দখলে পাথর বিক্রয় কেন্দ্র বা স্ট্যাক ইয়ার্ড থাকিতে হইবে।

১০। ক্রেতা ও পরিবেশক-কে পাথরের বিক্রয়াদেশ/সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হইবে।

১১। ক্রেতা ও পরিবেশক-কে, সরবরাহ আদেশ প্রাপ্ত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ গ্রহণ শুরু করিতে হইবে এবং সরবরাহ আদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সমুদয় পাথর সরবরাহ গ্রহণ শেষ করিতে হইবে।

১২। পরিবেশক পরিশিষ্ট 'ক-ঘ' এর শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক সরকারী বিধি মোতাবেক পাথরের অগ্রিম মূল্য ও প্রযোজ্য কর নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদান করিয়া অথবা তফসিলী ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমার মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন।

১৩। বিক্রয়াদেশ প্রাপ্ত সাধারণ ক্রেতা পরিশিষ্ট 'ঙ' এর শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক পাথরের অগ্রিম মূল্য ও সরকারী বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য কর নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদান করিয়া অথবা তপসিলী ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমার মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন।

১৪। কোন ক্রেতা বা পরিবেশক যদি ১ (এক) মাসের জন্য বিক্রয়াদেশের/বরাদ্দের মাধ্যমে ন্যূনতম ৫০০০ মেট্রিক টন পাথর গ্রহণ করেন তবে উক্ত ক্রেতা বা পরিবেশক প্রাপ্ত পাথর সর্বোচ্চ তিন ধাপে গ্রহণ ও মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবেন। প্রতি ধাপের নির্ধারিত পাথরের মুল্য ও প্রযোজ্য কর নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদান অথবা তফসিলী ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমার মাধ্যমে অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে।

১৫। কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত পাথরের বিক্রয়মূল্য সকল ক্রেতা ও পরিবেশকের জন্য প্রযোজ্য হইবে। পরিবেশক বিক্রয়মূল্যের উপর কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক স্থিরকৃত হারে কমিশন পাইবেন, যাহা পাথরের মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে অর্থাৎ পাথরের প্রদেয় মূল্য হইতে কমিশন বিয়োগ করিয়া পাথরের পরিশোধযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। তবে কমিশনের উপর সরকারী কর (উৎসে আয়কর) কর্তনযোগ্য হইবে।

১৬। পাথর ক্রয়/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা পরিবেশক নিয়োগে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হইলে ক্রেতা ও পরিবেশক তাহার সুষ্ঠু নিস্পত্তির লক্ষ্যে কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৭। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন পরিবেশক কর্তৃক পাথরের মজুদকরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিলযোগ্য হইবে।

১৮। কোন পরিবেশক মধ্যপাড়া পাথরের সহিত নিম্নমানের পাথর অথবা ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিলযোগ্য হইবে।

১৯। কোন পরিবেশক কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসা, যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ এবং এই নিয়মাবলী পরিপন্থী কোন কাজ করিলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। কোম্পানী উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই নীতিমালার সহিত ব্যতিক্রমসুচক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারিবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের শর্তাবলী সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশক নিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত শর্ত-সাপেক্ষে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে ঃ

১। আবেদনকারীর অবশ্যই ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

২। আবেদনকারীকে নিজস্ব প্যাডে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল দলিল দস্তাবেজসহ আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৩। আবেদনকারীর বৈধ দখলে তাহার বরাদ্দ অনুযায়ী কঠিন শিলা ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ট্যাক ইয়ার্ড/ ডাম্পিং এলাকা এবং নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র থাকিতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রের সংগে আবেদনকারীকে তাহার নামে ইস্যুকৃত হাল-নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর পরিশোধ সনদপত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে আর্থিক স্বচ্ছলতা বিষয়ক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। তবে আবেদনপত্র যাচাইকালে সংযোজিত দলিল দস্তাবেজ ভুঁয়া/জাল বলিয়া পরিলক্ষিত হইলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হইবে।

৫। আবেদনপত্রের সংগে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এর বরাবরে আবেদন ফি বাবদ কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) সংযোজন করিতে হইবে।

৬। ডিলারশীপের জন্য আবেদনপত্রসমূহ কোম্পানী কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিবেশক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হইবে এবং প্রত্যেক আবেদনকারীকে ফলাফল অবহিত করা হইবে।

৭। বাছাই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা চূড়ান্তকরণের পর হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো না হইলে এই সময়ের পর কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে না। উক্তরূপ প্রাপ্ত অভিযোগ পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে। তবে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। প্রত্যেক সফল আবেদনকারীকে কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থায়ী জামানত হিসাবে কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এমজিএমসিএল এর অনুকূলে জমা দিতে হইবে। সফল আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জামানত বাবদ নির্ধারিত মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা দিতে ব্যর্থ হইলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। পরিবেশকতা প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক পেশকৃত দলিল দস্তাবেজ জাল/ভুঁয়া বলিয়া প্রমাণিত হইলে পরিবেশকতা বাতিল হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশক কর্তৃক প্রদত্ত জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে। প্রথমতঃ তিন বৎসরের জন্য পরিবেশক নিয়োগ করা হইবে এবং পরবর্তীকালে পরিবেশকের দক্ষতা ও আন্তরিকতা বিবেচনাক্রমে তাহা নবায়ন করা যাইবে। নিয়োগের জন্য মনোনীত পরিবেশকগণের তালিকা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হইবে।

১০। "পরিবেশক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে এমজিএমসিএল কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন" এইমর্মে একটি অঙ্গীকারনামা দরখাস্তের সহিত প্রদান করিতে হইবে।

১১। উপরোল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র সর্বশেষ --------------- রোজ -------------------- বার অপরাহ্নে ------------------ ঘটিকার মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রধান দপ্তরে জমা দিতে হইবে।

(..............................)
উপ-মহাব্যবস্থাপক, ইনচার্জ (মার্কেটিং)
এমজিএমসিএল

পরিশিষ্ট-খ

পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের শর্তাবলী

১। প্রথমতঃ তিন বৎসরের জন্য পরিবেশক নিয়োগ করা হইবে। সাফল্যজনকভাবে দায়িত্বপালন করিতে পারিলে নিয়োগের মেয়াদবৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করা হইবে।

২। আবেদনকারীর অবশ্যই ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরিবেশক হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

৩। আবেদনকারীর নিজ নামে ইস্যুকৃত হাল-নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর পরিশোধের সনদপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও যাবতীয় কর পরিশোধের সনদ থাকিতে হইবে। তবে আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনরুপ দালিলিক অসত্যতা অথবা সংযোজিত দলিল দস্তাবেজ ভুঁয়া/জাল বলিয়া পরিলক্ষিত হইলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচছল হইতে হইবে।

৫। আবেদনকারীর বৈধ দখলে স্ট্যাক ইয়ার্ড/বিক্রয় কেন্দ্র থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সংগে তফসিলী ব্যাংক হইতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিঃ (এমজিএমসিএল) এর বরাবরে আবেদন ফি বাবদ উক্ত কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) দাখিল করিতে হইবে।

৭। পরিবেশক হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র কোম্পানী কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই এর পর উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ পরিবেশক নিয়োগ চুড়ান্ত করিবে এবং প্রত্যেক আবেদনকারীকে ফলাফল অবহিত করা হইবে।

৮। বাছাই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে বাছাই চুড়ান্তকরণের বিষয় আবেদনকারীকে অবহিত করার পর হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট কোন অভিযোগ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো না হইলে এই সময়ের পর কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে না। সেরুপ প্রাপ্ত অভিযোগ পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে, তবে অভিযোগের ব্যাপারে কোম্পানী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

৯। প্রত্যেক সফল আবেদনকারীকে কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থায়ী জামানত হিসাবে কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এমজিএমসিএল এর অনুকূলে জমা দিতে হইবে। সফল আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জামানত বাবদ নির্ধারিত মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এমজিএমসিএল এর অনুকূলে জমা না দিলে আবেদন পত্র বাতিল ঘোষণা করা হইবে। জামানতের টাকার উপর কোন সুদ প্রদান করা হইবে না।

১০। পরিবেশক নিয়োগের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পরিবেশক কর্তৃক পেশকৃত দলিল দস্তাবেজ জাল/ভূঁয়া প্রমাণিত হইলে পরিবেশকতা বাতিল হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশক কর্তৃক প্রদত্ত জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১১। "নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে এমজিএমসিএল কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন" এইমর্মে আবেদনকারীকে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবেন।

১২। পাথর মজুদ সাপেক্ষে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে এবং কোন পরিবেশক বরাদ্দকৃত পাথর বরাদ্দপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উত্তোলনে ব্যর্থ হইলে উক্ত পাথর "আগে আসিলে আগে পাইবেন" ভিত্তিতে অন্য কোন পরিবেশককে সরবরাহ করা হইবে; তবে কর্তৃপক্ষ উহা খোলা বাজারেও সরাসরি বিক্রয় করিতে পারিবে।

১৩। পাথর মজুদ সাপেক্ষে এবং মজুদের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া বরাদ্দ কম/বেশী করা যাইবে।

১৪। পর পর দুইটি বরাদ্দের পাথর উত্তোলন করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতি বরাদ্দের বিপরীতে পাথরের মোট বিক্রয় মূল্যের ২% হারে জরিমানা হিসাবে জামানত হইতে কর্তন করা হইবে এবং বরাদ্দ বাতিল হইবে। জরিমানা হিসাবে কর্তিত অর্থ পরবর্তী বরাদ্দের পূর্বেই পরিবেশককে সমন্বয় করিতে হইবে।

১৫। বরাদ্দকৃত পাথরের মূল্য নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিয়া অথবা তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদানের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে এবং ব্যাংক হইতে নিশ্চয়তাপত্র পাওয়া সাপেক্ষে ক্রমানুযায়ী ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হইবে।

১৬। খনির স্ট্যাক ইয়ার্ড হইতে পাথর সরবরাহ করা হইবে এবং পরিবেশক স্ট্যাক ইয়ার্ড হইতেই পাথর সরবরাহ লইবেন। লোডিং সুবিধাদির প্রাপ্যতা সাপেক্ষ কোম্পানীর তরফ হইতে পাথর ট্রাকে / যানবাহনে লোডিং এর ব্যবস্থা করা হইবে। রেল ওয়াগনে লোডিং এর ব্যবস্থা কোম্পানী করিবে।

১৭। এমজিএমসিএল দেশের বিভিন্ন এলাকার চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশক নিয়োগ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশকের সংখ্যা বাড়ানো/কমানো যাইবে।

১৮। খনি এলাকার স্ট্যাক ইয়ার্ড হইতে পরিবেশকের নিকট বিক্রয়যোগ্য পাথরের টন প্রতি বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব কোম্পানী বোর্ডের উপর থাকিবে এবং যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে পাথরের বিক্রয়মুল্য হ্রাস/বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা কোম্পানী বোর্ড সংরক্ষণ করে।

১৯। অগ্রিম মূল্য পরিশোধ/নিশ্চিতকৃত বরাদ্দপত্র/ডেলিভারী আদেশ বা অন্য কোন কারণ থাকা সত্ত্বেও পাথর সরবরাহের সময় জারীকৃত বিক্রয় মূল্য প্রশ্নাতীতভাবে সকল ক্রেতা/পরিবেশকের উপর প্রযোজ্য হইবে।

২০। সরকার কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, কর, ভ্যাট ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল পরিবেশক/ক্রেতার উপর প্রযোজ্য হইবে।

২১। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে পরিবেশকের প্রতিষ্ঠান/ বিক্রয় কেন্দ্র/ স্ট্যাক ইয়ার্ড ও পাথরের ক্রয়/বিক্রয়ের হিসাবসহ অন্যান্য নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করিবার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২২। এমজিএমসিএল এর প্রতিনিধি কর্তৃক কোন এলাকা/পরিবেশক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তদন্ত, বিক্রয় উন্নয়ন বা বাজার জরিপের সময় স্থানীয় পরিবেশক সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

২৩। পরিবেশক সকল ধরণের ক্রেতার নিকট পাথর বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

২৪। পরিবেশক তাহার মজুদ পাথরের হাল-নাগাদ হিসাব রাখিবেন এবং বিক্রয়কালে সিলসহ ক্যাশ মেমো ইস্যু করিবেন।

২৫। প্রয়োজনে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশক তাহার প্রথম চাহিদা পরিবেশক সংক্রান্ত চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এমজিএমসিএল-কে অবহিত করিবেন।

২৬। পরিবেশক বরাদ্দকৃত পাথরের ক্রয়/বিক্রয় সম্পর্কে এমজিএমসিএল কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ ও শর্ত মানিতে এবং কার্যকর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। পরিবেশক পাথর সরবরাহ নেওয়ার পর মান, পরিমাপ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে না।

২৮। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন পরিবেশক কর্তৃক পাথর মজুদকরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করা যাইবে।

২৯। কোন পরিবেশক কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসা, যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ এবং এই নিয়মাবলীর পরিপন্থী কোন কাজ করিলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জামানত বাজেয়াপ্তসহ তাহার পরিবেশকতা বাতিল বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

৩০। কোন পরিবেশক মধ্যপাড়া পাথরের সহিত নিম্নমানের পাথর অথবা ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করা যাইবে।

৩১। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষকে তিন মাস অগ্রিম নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে পরিবেশক পরিবেশকতা সমর্পণ করিতে পারিবেন এবং জামানতের টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন। অন্যথায় জামানতের অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে না।

৩২। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া যে কোন সময়ে যে কোন পরিবেশকের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

৩৩। পরিবেশকতা হস্তান্তরযোগ্য নয়; তবে এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

৩৪। এমজিএমসিএল কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন আদেশ নির্দেশ, নিয়ম-কানুন ও আরোপিত শর্ত ভংগ, জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল হওয়ার কারণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৫। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত উপরোক্ত ধারা ও শর্ত সমূহের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং নতুন শর্ত ও শর্তসমূহ সংযোজনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩৬। নিয়োজিত পরিবেশক পাথরের মূল্য বৃদ্ধিজনিত বা অন্য কোন কারণে সংগঠিতভাবে পাথর ক্রয় বন্ধ রাখিলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি খোলা বাজারে যে কোন পরিমাণের পাথর বিক্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ইহাতে পরিবেশক কোনরূপ ওজর/আপত্তি/বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ পরিবেশকের জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করিতে পারিবে।

৩৭। কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত পরিবেশক পাথরের বিক্রয়মূল্যের উপর কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক স্থিরকৃত হারে কমিশন পাইবেন, যাহা পাথরের মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে অর্থাৎ পাথরের প্রদেয় মূল্য হইতে কমিশন বিয়োগ করিয়া পাথরের পরিশোধযোগ্য মুল্য নির্ধারণ করা হইবে। তবে কমিশনের উপর সরকারী কর (উৎসে আয়কর) কর্তনযোগ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-গ

পাথর বিক্রয়ের পরিবেশক নিয়োগপত্র ঃ

কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত পরিবেশকের জন্য প্রযোজ্য কতিপয় শর্তাবলী সম্বলিত নিয়োগপত্র ইস্যু করিবেন এবং প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে উহা প্রেরণ করিবেন। নিয়োগ পত্রের একটি নমূনা নিম্নে দেওয়া হইলঃ

তারিখ ঃ ....

সূত্র নং ....
মেসার্স ....
ঠিকানা ....

বিষয় ঃ **পাথর বিক্রয়ের পরিবেশক নিয়োগ।**

প্রিয় মহোদয়,

আপনার/আপনাদের .... তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত শর্ত-সাপেক্ষে আপনাকে/আপনাদিগকে পাথর বিক্রয়ের পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছে ঃ

শর্তাবলী ঃ

১। পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের চুক্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য আপনাকে পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ করা হইল।

২। .... ব্যাংক, ... শাখা-এর উপর মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে এই নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অথবা আগামী .... তারিখের মধ্যে জামানত হিসাবে .... টাকা জমা দিতে হইবে এবং উক্তরূপ জামানতের টাকার উপর কোন সুদ প্রদেয় হইবে না।

৩। পাথর মজুদ-সাপেক্ষে বরাদ্দ দেওয়া হইবে। কোন পরিবেশক বরাদ্দকৃত পাথর উত্তোলনে ব্যর্থ হইলে "আগে আসিলে আগে পাইবেন" ভিত্তিতে উক্ত পরিমাণ পাথর অন্য কোন পরিবেশককে সরবরাহ করা হইবে। কোন পরিবেশক পাথর উত্তোলন না করিলে, ইচ্ছুক অন্য যে কোন পরিবেশককে তাহা সরবরাহ করা যাইবে অথবা সরাসরি খোলাবাজারে বিক্রয় করা যাইবে।

৪। পাথর মজুদ-সাপেক্ষে ও মজুদের উপর নির্ভর করিয়া বরাদ্দ কম/বেশী করা যাইবে।

৫। পর পর দুইটি বরাদ্দ উত্তোলন করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতি বরাদ্দের বিপরীতে পাথরের মোট বিক্রয় মূল্যের ২% হারে জরিমানা হিসাবে জামানত হইতে কর্তন করা হইবে এবং বরাদ্দ বাতিল করা হইবে। জরিমানা হিসাবে কর্তিত অর্থ পরবর্তী বরাদ্দের পূর্বেই পরিবেশককে সমন্বয় করিতে হইবে।

৬। বরাদ্দকৃত পাথরের মূল্য নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদানপূর্বক অথবা তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমার মাধ্যমে অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে এবং কোম্পানীর ব্যাংক হইতে নিশ্চয়তাপত্র পাওয়া সাপেক্ষে ক্রমানুযায়ী ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হইবে।

৭। খনির স্ট্যাক ইয়ার্ড হইতে পাথর সরবরাহ করা হইবে।

৮। পরিবেশকের বৈধ দখলে স্ট্যাক ইয়ার্ড/বিক্রয় কেন্দ্র থাকিতে হইবে।

৯। পরিবেশক কোম্পানী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত খুচরা মূল্যে (যদি নির্ধারিত হয়) এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক সমস্ত পাথর বিক্রয় করিবেন। নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য তালিকা ক্রেতাদের জ্ঞাতার্থে বিক্রয় কেন্দ্রে প্রকাশ্যে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

১০। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বিক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা হইবে।

১১। কোম্পানী বোর্ড যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে পাথরের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১২। অগ্রিম মূল্য পরিশোধ/নিশ্চিতকৃত বরাদ্দ পত্র/ডেলিভারী আদেশ বা অন্য কোন কারণ থাকা সত্ত্বেও পাথরের প্রকৃত সরবরাহের সময় জারীকৃত মূল্য প্রশ্নাতীতভাবে সকল ক্রেতা/ পরিবেশকের উপর প্রযোজ্য হইবে।

১৩। সরকার কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, কর, ভ্যাট ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল পরিবেশক/ ক্রেতার উপর প্রযোজ্য হইবে।

১৪। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে পরিবেশকের প্রতিষ্ঠান, গুদাম, হিসাব ও অন্যান্য নথিপত্র পরিদর্শন এবং কার্যাবলী তদন্ত করিবার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৫। এমজিএমসিএল-এর প্রতিনিধি কর্তৃক কোন এলাকা/পরিবেশক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তদন্ত, বিক্রয় উন্নয়ন বা বাজার জরিপের সময় সকল পরিবেশক সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।

১৬। পরিবেশক সকল ধরণের ক্রেতার নিকট পাথর বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন।

১৭। পরিবেশক তাহার মজুদ পাথরের হাল-নাগাদ হিসাব রাখিবেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় সীলসহ ক্যাশ মেমো ইস্যু করিবেন।

১৮। প্রয়োজনে সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পরিবেশক তাহার প্রথম চাহিদা পরিবেশক সংক্রান্ত চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এমজিএমসিএল-কে অবহিত করিবেন।

১৯। বরাদ্দকৃত পাথরের ক্রয়/বিক্রয় সম্পর্কে এমজিএমসিএল কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ ও শর্তসমূহ পরিবেশক মানিতে এবং কার্যকর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২০। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বৃহৎ ব্যবহারকারীদের নিকট অথবা তাহাদের প্রত্যয়নকৃত ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট সরাসরি পাথর বিক্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে।

২১। পরিবেশক পাথর সরবরাহ নেওয়ার পর মান, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে না।

২২। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন পরিবেশক কর্তৃক পাথর মজুদকরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করা হইবে।

২৩। কোন পরিবেশক কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসায়, যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ এবং এই নিয়মাবলীর পরিপন্থী কোন কাজ করিলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জামানত বাজেয়াপ্তকরণসহ তাহার পরিবেশকতা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। কোন পরিবেশক মধ্যপাড়া পাথরের সহিত নিম্নমানের পাথর অথবা ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করা হইবে।

২৫। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষকে তিন মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান-সাপেক্ষে পরিবেশক তাহার পরিবেশকতা সমর্পণ অথবা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন।

২৬। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া যে কোন সময়ে যে কোন পরিবেশকের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

২৭। পরিবেশকতা হস্তান্তরযোগ্য নয়; তবে এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি-সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

২৮। এমজিএমসিএল কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন আদেশ, নির্দেশ, নিয়ম-কানুন ও আরোপিত শর্ত ভংগকরণ জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল হওয়ার কারণ হিসাবে গণ্য হইবে।

২৯। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপরোক্ত শর্তসমূহের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩০। নিয়োজিত পরিবেশক পাথরের মূল্যবৃদ্ধিজনিত বা অন্য কোন কারণে সংগঠিতভাবে পাথর ক্রয় বন্ধ রাখিলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি খোলাবাজারে যে-কোন পরিমাণ পাথর বিক্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ইহাতে পরিবেশক কোনরুপ ওজর/আপত্তি/বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ পরিবেশকের জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করিতে পারিবে।

৩১। কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত পরিবেশক পাথরের বিক্রয়মূল্যের উপর কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক স্থিরকৃত হারে কমিশন পাইবেন, যাহা পাথরের মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে অর্থাৎ পাথরের প্রদেয় মূল্য হইতে কমিশন বিয়োগ করিয়া পাথরের পরিশোধযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। তবে কমিশনের উপর সরকারী কর (উৎসে আয়কর) কর্তনযোগ্য হইবে।

৩২। পরিবেশকের মৃত্যু হইলে তাহার যথাযথ উত্তরাধিকারী পরিবেশক হিসাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবে। উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকারীর সনদ কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৩৩। আপনি/আপনারা যদি উপরোক্ত শর্তসমূহ গ্রহণ-সাপেক্ষে পরিবেশক হিসাবে নিয়োজিত হইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে এই নিয়োগপত্রের একটি কপি আপনার/আপনাদের সহি ও সীলসহ পূরণ করিয়া .... তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। উক্ত তারিখের মধ্যে তাহা প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হইলে এই নিয়োগপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

(.............................)
উপ-মহাব্যবস্থাপক, ইনচার্জ (মার্কেটিং)
এমজিএমসিএল

পরিশিষ্ট-ঘ

কঠিন শিলা বিক্রয়ের পরিবেশক (ডিলার) নিয়োগের চুক্তিনামা ঃ

প্রথম পক্ষ ঃ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড,
মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ ....
....
....
....

যেহেতু মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড, মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর (অতঃপর 'প্রথম পক্ষ' বলিয়া উল্লিখিত) দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে পথম পক্ষের উৎপাদিত কঠিন শিলা (অতঃপর "কঠিন শিলা" বলিয়া উল্লিখিত) বাংলাদেশে বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রথম পক্ষের জন্য পরিবেশক নিয়োগের দরখাস্ত আহবান করিয়াছেন এবং যেহেতু উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মেসার্স .... (অতঃপর 'দ্বিতীয় পক্ষ' বলিয়া উল্লিখিত) পরিবেশক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য .... তারিখে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ একটি আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন এবং যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের উপরোক্ত আবেদন প্রথম পক্ষের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে; এবং যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে এইমর্মে একটি লিখিত অংগীকারনামা প্রদান করিয়াছে যে, কঠিন শিলা উত্তোলন, বিতরণ, মজুদকরণ ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তর সম্পর্কে প্রথম পক্ষের যেইসব শর্ত আছে এবং তাহাতে যেইসব শর্ত বা বিধি আরোপ করা হইবে ঐ সব শর্ত পালন করিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখে প্রচলিত শর্তসমূহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ অবগত হইয়াছেন; সেহেতু উপরোক্ত পরিবেশক নিয়োগের জন্য প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ অদ্য .... তারিখে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে এই চুক্তি সম্পাদন করিল ঃ

শর্তাবলী ঃ

১। এই চুক্তি উপরে বর্ণিত তারিখ হইতে প্রতিবছর নবায়ন সাপেক্ষে তিন বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির আওতায় তাহার দায়িত্ব প্রথম পক্ষের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিতে সাফল্যজনকভাবে পালন করিলে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে এই চুক্তির মেয়াদান্তে ইহার মেয়াদ প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষের পারস্পারিক সম্মতিতে পরবর্তী এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে।

২। এই চুক্তি প্রতি বৎসর নবায়ন করিতে হইবে এবং নবায়নের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে অফেরতযোগ্য ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা চুক্তি নবায়ন ফি পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৩। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট এই মর্মে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রথম পক্ষ জামানত বাবদ .... টাকা প্রাপ্ত হইয়া তাহা উপযুক্তরূপ গচ্ছিত রাখিয়াছে এবং এই চুক্তির সন্তোষজনক সমাপ্তি ঘটার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে এই অর্থ ফেরৎ প্রদান করিবে।

৪। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক জামানতকৃত অর্থের উপর প্রথম পক্ষ তাহাকে কোন সুদ প্রদান করিবে না।

৫। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছে যে, এই চুক্তি সহির তারিখে প্রথম পক্ষের নির্ধারিত স্থানসমূহে প্রতি মেট্রিক টন কঠিন শিলার জন্য প্রযোজ্য মূল্য হার তিনি অবগত হইয়াছেন।

৬। প্রথম পক্ষ ৫নং শর্তে বর্ণিত মূল্য হার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশনার মাধ্যমে এবং তাহার নিজ দপ্তরে স্থাপিত নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া এক বা একাধিক বার পরিবর্তনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং এই পরিবর্তনে দ্বিতীয় পক্ষের কোন ওজর/আপত্তি আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭। খনি হইতে কঠিন শিলা প্রাপ্যতা-সাপেক্ষে প্রথম পক্ষ বরাদ্দ পত্র ইস্যূ করিবে। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে যে পরিমাণ কঠিন শিলা বরাদ্দ দিবে ইহা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নির্ধারিত স্থান হইতে নির্দিষ্ট সময়ে (যাহা প্রথম পক্ষ নির্ধারণ করিবে) উত্তোলন করিতে বাধ্য থাকিবে। তবে, প্রথম পক্ষের যান্ত্রিক ক্রটিজনিত কারণে উৎপাদন বন্ধ, দৈব দূর্বিপাক, শ্রমিক অসন্তোষ, পরিবহন ধর্মঘট ইত্যাদি কারণ যাহার উপর প্রথম পক্ষের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ এই বরাদ্দ অথবা সরবরাহ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে দ্বিতীয় পক্ষের উপর এই বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হইবে না। উপযুক্ত কারণে বরাদ্দের পরিমাণ কম/বেশি করা প্রথম পক্ষের এখতিয়ারভূক্ত থাকিবে।

৮। বরাদ্দকৃত কঠিন শিলার মূল্য নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদান করিয়া অথবা তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমার মাধ্যমে অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে এবং ব্যাংক হইতে নিশ্চয়তাপত্র পাওয়া-সাপেক্ষে ক্রমানুযায়ী ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হইবে।

৯। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কঠিন শিলা বরাদ্দের জন্য একটি বরাদ্দ পত্র জারী করিবে এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবেশকগণের একটি তালিকা তাহার নিজ দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিবে। বরাদ্দকৃত কঠিন শিলার মূল্য দ্বিতীয় পক্ষ কখন প্রথম পক্ষের নিকট নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদে অথবা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জমা দিবে ইহা বরাদ্দ পত্রে উল্লেখ থাকিবে।

১০। ৯ নং শর্তে বর্ণিত বরাদ্দপত্র জারীর পর দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দপত্রের উল্লিখিত সরবরাহের নির্ধারিত দিনে প্রযোজ্য মূল্য হারে বরাদ্দকৃত পরিমাণের কঠিন শিলার পূর্ণ মূল্য প্রথম পক্ষকে নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদে অথবা তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমার মাধ্যমে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১১। ৯ নং শর্তের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষের জমাকৃত অর্থ ১০ নং শর্ত অনুযায়ী হিসাবকৃত মূল্য হইতে কম হইলে বরাদ্দকৃত কঠিন শিলা সরবরাহ গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে বাকী মূল্য নগদে অথবা তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে। অপরপক্ষে, ৯ নং শর্তের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষের জমাকৃত অর্থ ১০ নং শর্ত অনুযায়ী হিসাবকৃত মূল্য হইতে বেশি হইলে প্রথম পক্ষ জমাকৃত অতিরিক্ত অর্থ দ্বিতীয় পক্ষকে ফেরত প্রদানে অথবা ভবিষ্যৎ চালানের মূল্যের সহিত সমন্বয় করিতে বাধ্য থাকিবে।

১২। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক বরাদ্দের অনুকূলে মূল্য পরিশোধের পর প্রথম পক্ষ প্রদত্ত নির্ধারিত সরবরাহ সময়সীমা উত্তরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নির্ধারিত স্থান হইতে কঠিন শিলা উত্তোলন না করিলে প্রথম পক্ষ বরাদ্দকৃত কঠিন শিলার জমাকৃত মূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) বাজেয়াপ্ত করিবে এবং বরাদ্দপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে। তবে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা (৯০% শতাংশ) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ফেরত দিবে। যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে উৎপাদন বন্ধ, দৈব দূর্বিপাক, শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, পরিবহন ধর্মঘট ইত্যাদি ছাড়া প্রথম পক্ষ কঠিন শিলা সরবরাহের মেয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষকে বরাদ্দকৃত কঠিন শিলা সরবরাহ প্রদানে ব্যর্থ হইলে প্রথম পক্ষ বরাদ্দের বিপরীতে জমাকৃত টাকা দ্বিতীয় পক্ষকে ফেরত প্রদান করিবে। নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত পরিস্থিতিতে সরবরাহ মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বরাদ্দ পত্র বলবৎ রাখা প্রথম পক্ষের এখতিয়ারভূক্ত থাকিবে।

১৩। দ্বিতীয় পক্ষ অংগীকার করিতেছে যে, উত্তোলিত কঠিন শিলা তিনি কোম্পানী কর্তৃক এলাকা ভিত্তিক নির্ধারিত মূল্যে (যদি নির্ধারিত হয়) বিক্রয় করিবেন।

১৪। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার উপর প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছে কিনা ইহা প্রথম পক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা বাছাই করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৫। প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কঠিন শিলার পর পর দুইটি বরাদ্দ যদি দ্বিতীয় পক্ষ উত্তোলনে ব্যর্থ হয় তবে জামানত হইতে প্রতি বরাদ্দের বিপরীতে কঠিন শিলার মোট বিক্রয় মূল্যের ২% হারে জরিমানা কর্তন করা হইবে। কর্তিত অর্থ পরবর্তী বরাদ্দের পূর্বেই দ্বিতীয় পক্ষকে সমন্বয় করিতে হইবে।

১৬। দ্বিতীয় পক্ষ মানিয়া লইতেছে যে, পরিবেশক হিসাবে তাহার উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হইলে অথবা এই চুক্তির কোন শর্ত তিনি অগ্রাহ্য করিলে প্রথম পক্ষ পরিবেশক হিসাবে তাহার নিয়োগ বাতিল করিয়া দিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে এবং চুক্তি বাতিল করা হইলে প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জামানতের অর্থও বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

১৭। দ্বিতীয় পক্ষ মানিয়া লইতেছে যে, পরিবেশক হিসাবে তাহার নিয়োগের পর উক্ত নিয়োগের জন্য তাহার জমাকৃত দলিল দস্তাবেজে প্রদত্ত কোন তথ্য ভূল থাকিলে অথবা দলিল দস্তাবেজ জাল/ভূঁয়া বলিয়া প্রমাণিত হইলে প্রথম পক্ষ তাহার পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ বাতিল করিয়া দিবে এবং ভূল তথ্য পরিবেশন অথবা জাল/ভূঁয়া দলিল-দস্তাবেজ জমা দানের জন্য প্রথম পক্ষ তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত করিবে। প্রদত্ত তথ্য অথবা কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই করিবার জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ সংশ্লিষ্ট অফিসে বা স্থানে পরিদর্শন এবং ঘোষণাকৃত স্ট্যাক- ইয়ার্ড, বিক্রয় কেন্দ্র/ অফিস সরেজমিনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে। তজ্জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে সকল সহযোগিতা প্রদান করিবে।

১৮। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার .... তারিখের আবেদনপত্রে কঠিন শিলার মজুদের জন্য যেই স্ট্যাক-ইয়ার্ড এবং বিক্রয় কেন্দ্র তাহার বৈধ দখলে আছে বলিয়া দেখাইয়াছেন তিনি প্রথম পক্ষের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে ইহা পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

১৯। এই চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত পরিবেশকতা হস্তান্তরযোগ্য নয়; তবে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি-সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

২০। এই চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষকে ৩ (তিন) মাস অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া চুক্তিটি বাতিল করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ জামানতের টাকা ফেরত পাইবে।

২১। পরিবেশক নিয়োগের শর্তসমূহ ব্যতিরেকে এই চুক্তির কোন বিষয়ে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ বা মতপার্থক্য দেখা দিলে এবং বিরোধ বা মতপার্থক্য আর্থিক বিষয়যুক্ত হইলে টাকার অংক যাহাই হউক না কেন সেই ক্ষেত্রে বিরোধ বা মতপার্থক্য নিস্পত্তির জন্য এমজিএমসিএল-এর বোর্ড যেই সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন ইহা দুই পক্ষ মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে।

২২। এমজিএমসিএল কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন আদেশ, নির্দেশ, নিয়ম-কানুন ও আরোপিত শর্ত ভংগকরণ, জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল হওয়ার কারণ হিসাবে গণ্য হইবে।

২৩। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপরোক্ত শর্ত বা শর্ত সমূহের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৪। নিয়োজিত পরিবেশক কঠিন শিলার মূল্যবৃদ্ধিজনিত বা অন্য কোন কারণে সংগঠিতভাবে কঠিন শিলা ক্রয় বন্ধ রাখিলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি খোলাবাজারে উক্ত কঠিন শিলা বিক্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ইহাতে পরিবেশক কোনরূপ ওজর/আপত্তি/বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। এই ধরণের পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ পরিবেশকের জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করিতে পারিবে।

২৫। কোন পরিবেশক মধ্যপাড়া কঠিন শিলার সহিত নিম্নমানের কঠিন শিলা অথবা ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও জামানত বাজেয়াপ্ত সহ পরিবেশকতা বাতিল করা হইবে।

২৬। এমজিএমসিএল কর্তৃপক্ষ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বৃহৎ ব্যবহারকারীদের নিকট অথবা তাহাদের প্রত্যয়নকৃত ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট সরাসরি কঠিন শিলা বিক্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৭। পরিবেশক কঠিন শিলা সরবরাহ নেওয়ার পর নিম্নমান, কম ইত্যাদি জাতীয় কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে না।

২৮। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন পরিবেশক কর্তৃক কঠিন শিলা মজুদকরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত সহ পরিবেশকতা বাতিল করা হইবে।

২৯। পরিবেশকের বৈধ দখলে স্ট্যাক ইয়ার্ড/বিক্রয় কেন্দ্র থাকিতে হইবে। খনি এলাকা হইতে দ্বিতীয় পক্ষ নিজস্ব স্ট্যাক ইয়ার্ড/বিক্রয় কেন্দ্র পর্যন্ত পাথর পরিবহনের ক্ষেত্রে যেই পথে (রেলপথ/সড়ক পথ) পাথর পরিবহন সহজ ও সুলভ হইবে সেই পথ অগ্রাধিকার পাইবে।

৩০। প্রতিটন পাথরের বিক্রয় মূল্য মার্কিন ডলারে নির্ধারিত হইবে; তবে পরিবেশককে বাংলাদেশী টাকায় পাথরের মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

৩১। বিক্রয়াদেশের তারিখে মার্কিন ডলারের বিদ্যমান বিনিময় হার লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং বিক্রয়াদেশে উক্ত বিনিময় হার উল্লেখ করা হইবে।

৩২। সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পরিবেশক তাহার প্রথম চাহিদা পরিবেশক সংক্রান্ত চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এমজিএমসিএল-কে অবহিত করিবেন।

৩৩। সরকার কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, কর, ভ্যাট ও এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলী সকল পরিবেশকের উপর প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। পরিবেশক পাথরের বিক্রয় মূল্যের উপর কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক স্থিরকৃত হারে কমিশন পাইবেন যাহা পাথরের মুল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে অর্থাৎ পাথরের প্রদেয় মূল্য হইতে কমিশন বিয়োগ করিয়া পাথরের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। তবে কমিশনের উপর সরকারী কর (উৎসে আয়কর) কর্তনযোগ্য হইবে।

৩৫। কোন পরিবেশক কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসা, যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ এবং মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর পাথর বিপণন নিয়মাবলীর পরিপন্থী কোন কাজ করিলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরিবেশকতা বাতিল করা যাইবে।

৩৬। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর পাথর বিপণন নিয়মাবলীর পরিশিষ্ট সমূহে বিধৃত বিধানাবলী এই চুক্তির অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

আমরা দুই পক্ষ স্বজ্ঞানে এবং অন্য কাহারো দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া অদ্য .... ইং তারিখে এই চুক্তি পত্র নিম্নের স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে সহি করিলাম।

পক্ষে প্রথম পক্ষ

স্বাক্ষী ঃ
১।
২।

(..............................)
কোম্পানী সচিব
এমজিএমসিএল

পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষ

স্বাক্ষী ঃ
১।
২।

....
পরিবেশকের নাম ও ঠিকানা

পরিশিষ্ট-ঙ

সাধারণ ক্রেতার নিকট কঠিন শিলা বিক্রয়ের শর্তাবলী

পরিবেশক ব্যতীত সাধারণ ক্রেতাদের নিকট মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হইতে উত্তোলিত কঠিন শিলার বিক্রয়াদেশের/সরবরাহ আদেশের শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১। কঠিন শিলার অবস্থান ঃ মধ্যপাড়া খনি এলাকা।

২। কঠিন শিলার আকার ঃ

(ক) ক্রাশ্‌ড পাথর ঃ ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত (স্টোন ডাস্ট)
৫ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ১২ মিলিমিটার
১২ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ১৬ মিলিমিটার
১৬ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ২০ মিলিমিটার
২০ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ৩৮ মিলিমিটার
৩৮ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ৫০ মিলিমিটার

(খ) বোল্ডার পাথর ঃ ৮০ মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইতে ৩০০ মিলিমিটার
৩০০ মিলিমিটার এর উর্দ্ধ আকারের

বিঃ দ্রঃ ক্রেতাদের চাহিদা আকারের পাথরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

৩। ক্রেতাকে খনি এলাকা হইতে পাথরের সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। *কঠিন শিলা পরিমাপ ও বিক্রয়ের একক হইবে মেট্রিক টন।*

৫। প্রতিটন পাথরের বিক্রয়মূল্য মার্কিন ডলারে নির্ধারিত হইবে; তবে ক্রেতাকে বাংলাদেশী টাকায় পাথরের মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

৬। সরবরাহ আদেশের তারিখে মার্কিন ডলারের বিদ্যমান বিনিময় হার লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং সরবরাহ আদেশে উক্ত বিনিময় হার উল্লেখ করা হইবে।

৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কঠিন শিলার উপর আরোপিত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি ক্রেতাকে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক কি পরিমাণ পাথর কত সময়ের মধ্যে সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা সরবরাহ আদেশে উল্লেখ থাকিবে।

৯। প্রাপ্যতা সাপেক্ষে যে কোন ক্রেতাকে তাহার চাহিদা অনুযায়ী এককালীন/মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে পাথর সরবরাহ নেওয়ার সরবরাহ আদেশ দেওয়া যাইবে।

১০। ক্রেতাকে সরবরাহ আদেশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে পাথর সরবরাহ গ্রহণ শুরু করিতে হইবে এবং সরবরাহ আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সমুদয় পাথর সরবরাহ নেওয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

১১। যদি কোন ক্রেতা এককালীন/মাসিক বরাদ্দের মাধ্যমে নুন্যতম ৫০০০ মেট্রিক টন পাথর বরাদ্দ গ্রহণ করেন তবে তিনি উক্ত মোট পাথর সরবরাহ সর্বোচ্চ তিন ধাপে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে প্রতি ধাপের পাথর সরবরাহ নেওয়ার পূর্বেই ক্রেতাকে উক্ত ধাপের পাথরের মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

১২। ক্রেতাকে পাথরের মূল্য নগদে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাকরণপূর্বক অথবা তফসিলী ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে কোম্পানীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদানের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

১৩। পাথর সরবরাহ গ্রহণের জন্য ক্রেতা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিতে অথবা এতদুদ্দেশ্যে তাহার মনোনীত একজন প্রতিনিধিকে Authorization letter সহ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৪। প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত শর্তাবলীর সহিত এমজিএমসিএল বিক্রয়াদেশে/সরবরাহ আদেশে অন্যান্য শর্ত/শর্তাবলী আরোপের অধিকার সংরক্ষণ করে।

--------------------X--------------------